দৈনিক ইনকিলাব

62

JAN. 1 7 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২১ কলাম ১

নিশ্চয়তা-উচ্ছৃংখল এবং অনৈতিক পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে বাবামারও উদ্বেগের শেষ নেই। কোথায় পড়াশোনার ব্যবস্থা করলে সন্তান মানুষ হবে, উন্নত শিক্ষা পাবে– তা এখন সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করে সমাজ জীবনের সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করছে। অন্যদিকে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে আমাদের তরুণ সমাজ সব ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও কারিকুলাম নতুন প্রজন্মকে শিক্ষামানে উন্নত এবং নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষতায় যথার্থ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। এজন্য প্রয়োজন সুন্দর শিক্ষার পরিবেশ, উন্নত পাঠদান পদ্ধতি এবং বিশ্বাস ও আদর্শ চেতনার সমন্বয়। এই চিন্তার ওপর ভিত্তি করেই এ আর আনসারী চাকার উত্তরা মডেল টাউন, ১৯ নং রোড, ৪ নং সেক্টরে প্রতিষ্ঠা করেছেন একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ব্যতিক্রমধর্মী এই ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলটির নাম 'দি মেসেস'। এ আর আনসারী দীর্ঘদিন বিদেশে কাটিয়েছেন, সেই দীর্ঘ প্রবাস জীবনের সমস্ত উপার্জন এ ধরনের একটি স্কুলের জন্য বিনিয়োগ করেছেন। এ স্কুলে ইংরেজী মাধ্যমে উন্নত আধুনিক কারিকুলামের সমন্বয় করা হয়েছে এবং পাশাপাশি প্রতিটি ছাত্রের জন্য দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। আল-

নৈতিক উৎকর্ষতা এবং উন্নত শিক্ষামানের সমন্বয়

ব্যতিক্রমী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'দি মেসেজ'

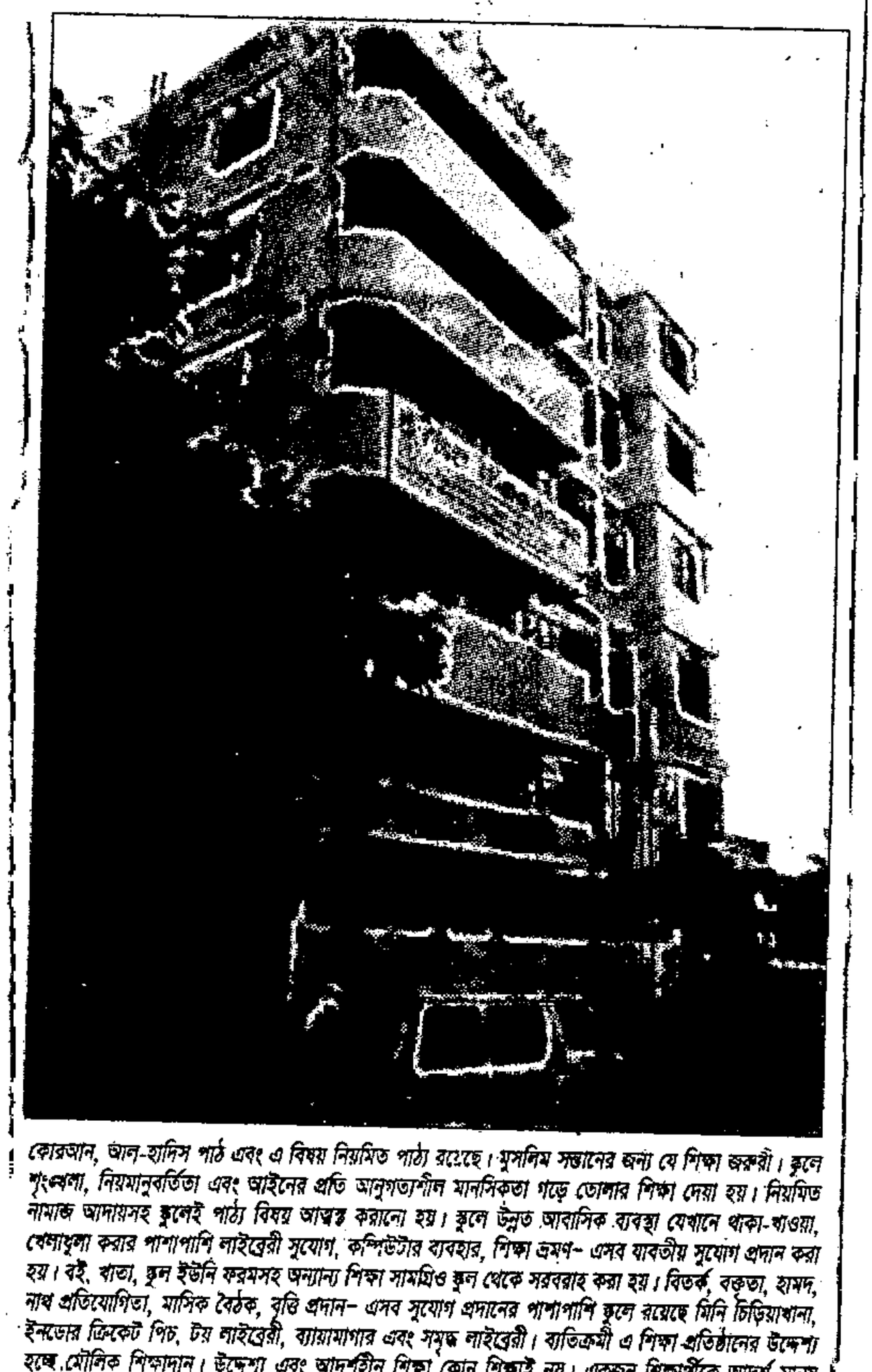

কোরআন, আল-হাদিস পাঠ এবং এ বিষয় নিয়মিত পাঠ্য রয়েছে। মুসলিম সন্তানের জন্য যে শিক্ষা জরুরী। স্কুলে শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা এবং আইনের প্রতি আনুগত্যশীল মানসিকতা গড়ে তোলার শিক্ষা দেয়া হয়। নিয়মিত নামাজ আদায়সহ স্কুলেই পাঠ্য বিষয় আত্মস্থ করানো হয়। স্কুলে উন্নত আবাসিক ব্যবস্থা যেখানে থাকা-খাওয়া, খেলাধুলা করার পাশাপাশি লাইব্রেরী সুযোগ, কম্পিউটার ব্যবহার, শিক্ষা ভ্রমণ– এসব যাবতীয় সুযোগ প্রদান করা হয়। বই, খাতা, স্কুল ইউনি ফরমসহ অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রিও স্কুল থেকে সরবরাহ করা হয়। বিতর্ক, বক্তৃতা, হামদ, নাথ প্রতিযোগিতা, মাসিক বৈঠক, বৃত্তি প্রদান– এসব সুযোগ প্রদানের পাশাপাশি স্কুলে রয়েছে মিনি চিড়িয়াখানা, ইনডোর ক্রিকেট পিচ, টয় লাইব্রেরী, ব্যায়ামাগার এবং সমৃদ্ধ লাইব্রেরী। ব্যতিক্রমী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মৌলিক শিক্ষাদান। উদ্দেশ্য এবং আদর্শহীন শিক্ষা কোন শিক্ষাই নয়। একজন শিক্ষার্থীকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা পদ্ধতিতে কেবল পাঠদানই নয়, নৈতিক বিকাশকেও সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি 'দি মেসেস'-এর মত শিক্ষাদান পদ্ধতি কার্যকর হত, তাহলে বর্তমান তরুণ সমাজের ওপর এত হতাশা, ব্যর্থতা, গ্লানি ভর করত না। মানসিক অবক্ষয় এবং অশিক্ষা ও বিভ্রান্তি থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষাদানের উৎকর্ষতা ও নৈতিক শিক্ষাকে অবশ্যই জোর দিতে হবে। এ আর আনসারীর 'দি মেসেস' স্কুল হতে পারে তার একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

❑ আবদুর রহমান